গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়
পরিবেশ দূষণ নিয়ন্ত্রণ শাখা-১
www.moef.gov.bd

স্মারক নং- ২২.০০.০০০০.০৭৫.৯৯.০১৯.১৮- ৪২

তারিখ ১৩ মাঘ, ১৪২৬ বঙ্গাব্দ
২৭ জানুয়ারি, ২০২০ খ্রি:

বিষয়ঃ সভার সময়সূচী পরিবর্তন প্রসঙ্গে।

সূত্রঃ ২২.০০.০০০০.০৭৫.৯৯.০১৯.১৮- ৩৯; ২০ জানুয়ারি, ২০২০ খ্রি:।

উপর্যুক্ত বিষয় ও সূত্রের প্রেক্ষিতে জানানো যাচ্ছে যে, মহামান্য সুপ্রীম কোর্টের হাইকোর্ট বিভাগের ৯১৬/২০১৯ নং রীট মামলার ২৬/১১/২০১৯ তারিখের আদেশ মোতাবেক ঢাকা শহরের চারপাশে বায়ু দূষণের কারণ খুঁজে বের করা এবং বায়ু দূষণ রোধ ও হ্রাস করার লক্ষ্যে প্রণীত নির্দেশিকা চূড়ান্ত করণের জন্য গঠিত উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন কমিটির অনুষ্ঠিতব্য সভা অনিবার্য কারণবশত: আগামী ০২/০২/২০২০ তারিখ রবিবার সকাল ১০.৩০ টার **পরিবর্তে ০৩/০২/২০২০ তারিখ সোমবার বিকাল ৩.০০টায়** এ মন্ত্রণালয়ের সম্মেলন কক্ষে (ভবন নং- ০৬, লেভেল নং- ১৩, কক্ষ নং-১৩১৭ - ১৩১৯) অনুষ্ঠিত হবে।

সভায় যথাসময়ে উপস্থিত থাকার জন্য নির্দেশক্রমে অনুরোধ করা হলো।

সংযুক্তি: ২৪/১২/২০১৯ খ্রি: তারিখের সভার কার্যবিবরণী।

Ashaheen 27.01.20
(আসমা শাহীন)
সিনিয়র সহকারী সচিব
ফোন নং- ৯৫৪৫২৫৩

বিতরণঃ (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়)

১। সিনিয়র সচিব, জননিরাপত্তা বিভাগ, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা (দৃ. আ: জনাব ফেরদৌসী আখতার, অতিরিক্ত সচিব)।
২। সচিব, গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা। (অতিরিক্ত সচিব পদমর্যাদার একজন উপযুক্ত প্রতিনিধি প্রেরণের অনুরোধসহ)।
৩। সচিব, সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ, সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা। (দৃ. আ: জনাব নুর মোহাম্মদ মজুমদার, অতিরিক্ত সচিব)।
৪। সচিব, স্থানীয় সরকার বিভাগ, স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা (অতিরিক্ত সচিব পদমর্যাদার একজন উপযুক্ত প্রতিনিধি প্রেরণের অনুরোধসহ)।
৫। সচিব, শিল্প মন্ত্রণালয়, ৭১, মতিঝিল, ঢাকা (দৃ.আ: জনাব মোঃ হেলাল উদ্দিন, এনডিসি, অতিরিক্ত সচিব)।
৬। সচিব, বিদ্যুৎ বিভাগ, বিদ্যুৎ, জ্বালানী ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা। (অতিরিক্ত সচিব পদমর্যাদার একজন উপযুক্ত প্রতিনিধি প্রেরণের অনুরোধসহ)।
৭। উপাচার্য, বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয় (দৃঃ আঃ ড. তানভীর আহমেদ, অধ্যাপক, পুরকৌশল বিভাগ, বুয়েট, ঢাকা)।
৮। মহাপরিচালক, পরিবেশ অধিদপ্তর, আগারগাঁও, ঢাকা।
৯। চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ সড়ক পরিবহণ কর্তৃপক্ষ (বিআরটিএ), ঢাকা।
১০ প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা, ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন, ঢাকা।
১১। প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা, ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশন, ঢাকা।
১২। ব্যবস্থাপনা পরিচালক, ঢাকা ওয়াসা।

১৩। ব্যবস্থাপনা পরিচালক, ঢাকা ইলেকট্রিক সাপ্লাই কোম্পানি লিঃ (ডেসকো) (দৃঃ আঃ জনাব মোঃ সাইফুল ইসলাম, নির্বাহী পরিচালক (অতিরিক্ত সচিব), ডেসকো, ঢাকা)।

১৪। ব্যবস্থাপনা পরিচালক, ঢাকা পাওয়ার ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানি লিমিটেড (ডিপিডিসি) (দৃঃ আঃ জনাব এস এম শহীদুল ইসলাম, নির্বাহী পরিচালক, ডিপিডিসি, ঢাকা)।

অনুলিপিঃ (সদয় জ্ঞাতার্থে)

১। উপসচিব (নিরাপত্তা-২), জন নিরাপত্তা বিভাগ, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা (সভায় আগত কর্মকর্তাদের গাড়ীসহ প্রবেশের অনুমতি প্রদানের অনুরোধসহ)।

২। সচিবের একান্ত সচিব, পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।

৩। উপসচিব (প্রশাসন শাখা-৩), পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয় (আপ্যায়নের ব্যবস্থা গ্রহণের অনুরোধসহ)।

৪। সিস্টেম এনালিস্ট, পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয় (নোটিশের কপি এ মন্ত্রণালয়ের ওয়েব সাইটে প্রকাশের অনুরোধসহ)।

৫। অতিরিক্ত সচিবের ব্যক্তিগত কর্মকর্তা, পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়
পরিবেশ দূষণ নিয়ন্ত্রণ শাখা- ১
www.moefcc.gov.bd

বিষয়: মহামান্য সুপ্রীম কোর্টের হাইকোর্ট বিভাগে রুজুকৃত ৯১৬/২০১৯ নং রীট মামলার ২৬/১১/২০১৯ তারিখের আদেশ অনুযায়ী ঢাকা শহরের চারপাশে বায়ু দূষণের কারণ খুঁজে বের করা এবং বায়ু দূষণ রোধ ও হ্রাস করার জন্য নির্দেশিকা (Guideline) প্রণয়নের লক্ষ্যে গঠিত উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন কমিটির সভার কার্যবিবরণীঃ

সভাপতি	:	আবদুল্লাহ আল মোহসীন চৌধুরী ,সচিব, পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়
সভার তারিখ ও সময়	:	২৪ ডিসেম্বর, ২০১৯ খ্রিস্টাব্দ, সকাল- ১০.০০ টা
সভার স্থান	:	পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়ের সম্মেলন কক্ষ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
উপস্থিতি	:	পরিশিষ্ট-'ক'।

সভার প্রারম্ভে সভাপতি উপস্থিত সকলকে স্বাগত জানিয়ে সভার কার্যক্রম শুরু করেন। তিনি বলেন যে, মহামান্য সুপ্রীম কোর্টের হাইকোর্ট বিভাগে Human Rights and Peace for Bangladesh (HRPB) কর্তৃক দায়েরকৃত ৯১৬/২০১৯ নং রীট মামলায় ২৬/১১/২০১৯ তারিখের আদেশ অনুযায়ী ঢাকা শহরের চারপাশে বায়ু দূষণের কারণ খুঁজে বের করা এবং বায়ু দূষণ রোধ ও হ্রাস করার জন্য নির্দেশিকা প্রণয়নের লক্ষ্যে সচিব, পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়কে আহবায়ক করে একটি উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন কমিটি গঠন করা হয়েছে। সভাটি যেহেতু একটি কমিটির সেহেতু সংশ্লিষ্ট সকল মন্ত্রণালয়/অধিদপ্তর/সংস্থার একজন নির্দিষ্ট প্রতিনিধি সভায় অংশগ্রহণ করা উচিত। সভায় অনুপস্থিত সদস্যদের বিষয়টি মহামান্য হাইকোর্টের দৃষ্টিতে আনা হবে। পরে তিনি গত ১৭-১২-২০১৯ খ্রি: তারিখে অনুষ্ঠিত কমিটির প্রথম সভার সিদ্ধান্ত '৪গ' অনুযায়ী কমিটির সদস্যগণ কর্তৃক ছক আকারে প্রস্তুতকৃত তাঁর মন্ত্রণালয়/সংস্থা সংশ্লিষ্ট কার্যক্রমে পরিবেশ দূষণ করে এমন উপাদান কি রয়েছে, তা থেকে উত্তরণে কি করা প্রয়োজন, কখন, কে এবং কিভাবে ব্যবস্থা গ্রহণ করবে তা সভায় উপস্থাপন করার অনুরোধ করেন। সভায় পরিবেশ অধিদপ্তর কর্তৃক পৃথকভাবে প্রস্তুতকৃত প্রতিবেদনের (পরিশিষ্ট-'খ') বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয় এবং উপস্থিত সদস্যগণ সক্রিয়ভাবে আলোচনায় অংশগ্রহণ করে তাদের মূল্যবান মতামত প্রদান করেন।

০২। সভায় ঢাকা শহরের চারপাশে বায়ু দূষণের কারণ খুঁজে বের করা এবং বায়ু দূষণ রোধ ও হ্রাস করার জন্য নির্দেশিকা (Guideline) প্রণয়নের অগ্রগতিসহ ইতোমধ্যে গৃহীত কার্যক্রম সম্পর্কে আগামী ০৫/০১/২০২০ তারিখের পূর্বে মহামান্য সুপ্রীম কোর্টের হাইকোর্ট বিভাগে একটি অন্তর্বর্তী প্রতিবেদন প্রেরণ করার স্বপক্ষে সদস্যগণ মত প্রকাশ করেন। উক্ত রীট পিটিশনের ধার্য্য তারিখে পূর্ণাঙ্গ নির্দেশিকা প্রণয়নের জন্য সময় চেয়ে মহামান্য সুপ্রীম কোর্টের হাইকোর্ট বিভাগে আবেদন জানানোর জন্য সদস্যগণ মত প্রকাশ করেন।

০৩। উপস্থিত সদস্যগণ স্ব-স্ব মন্ত্রণালয়/সংস্থা সংশ্লিষ্ট কার্যক্রমে পরিবেশ দূষণ করে এমন উপাদান কি রয়েছে, তা থেকে উত্তরণে কি করা প্রয়োজন, কখন, কে এবং কিভাবে ব্যবস্থা গ্রহণ করবে সে বিষয়ে সভায় প্রদত্ত তথ্য এবং পরিবেশ অধিদপ্তর কর্তৃক পৃথকভাবে প্রস্তুতকৃত প্রতিবেদনের (পরিশিষ্ট-'খ') বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়। উক্ত আলোচনার ভিত্তিতে সভায় নিম্নরূপ একটি খসড়া নির্দেশিকা প্রণয়ণপূর্বক এ খসড়া নির্দেশিকার উপর সংশ্লিষ্ট সকল মন্ত্রণালয় ও সংস্থার নিকট হতে মতামত গ্রহণ এবং গৃহীত মতামত যথাযথভাবে পর্যালোচনান্তে নির্দেশিকাটি চূড়ান্ত করার বিষয়ে সভায় নিম্নরূপ সিদ্ধান্ত/সুপারিশ গৃহীত হয়ঃ

(ক) উন্নয়ন কার্যক্রমে রাস্তা খোঁড়াখুড়ি এর বিষয়ে সংশ্লিষ্ট সকল সংস্থার বাৎসরিক কর্মপরিকল্পনা থাকতে হবে। সিটি কর্পোরেশন উক্ত কর্মপরিকল্পনা অনুযায়ী কার্যক্রম বাস্তবায়ন করবে। বিভিন্ন সংস্থা/দপ্তর সমন্বয়ের মাধ্যমে কাজ করবে। নির্দিষ্ট সময়ে কাজ শেষ করতে না পারলে সিটি কর্পোরেশন জরিমানা আরোপ করতে পারে। এক্ষেত্রে দায়ী ঠিকাদারকে কালো তালিকাভূক্ত করতে হবে।

অপর পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য

(খ) ধূলাবালি বাতাসের সঙ্গে যেন মিশে না যায় সেজন্য নির্মাণ সামগ্রী আবৃত করে রাখতে হবে। প্রত্যেক প্রকল্পের ডিপিপিতে যেন নির্মাণ সাইটে পানি ছিটানোর বিধান রাখা থাকে। সংশ্লিষ্ট ঠিকাদারকে নির্মাণ সাইটে পানি ছিটাতে বাধ্য করার জন্য দরপত্রে বিধান সংযোজন করতে হবে।

(গ) রাস্তায় কোন ধরণের নির্মাণ সামগ্রী রাখা যাবে না। নির্মাণাধীন স্থাপনা আবৃত করে রাখতে হবে। যে এলাকায় নির্মাণ কাজ হবে সেই এলাকার সংশ্লিষ্ট সিটি কর্পোরেশন বা পৌরসভা বা স্থানীয় কর্তৃপক্ষ নিজেরাই তা পরিস্কার করবে। বিভিন্ন ইউটিলিটি সংস্থা রাস্তা খোঁড়াখোড়ি করলে তা দ্রুত মেরামত করতে হবে। যেসকল সুয়ারেজ লাইন বড় সেখানে মাইক্রো টানেলিং এর মাধ্যমে কাজ করতে হবে। কাজ করার সময় যতটুকু পাইপ বসানো যায় ততটুকু খোলা রেখে কাজ করতে হবে।

(ঘ) রাস্তা নির্মাণ/মেরামতের সময় বিটুমিন পোড়ানো হয় এবং পরে বালি দেয়া হয়। বিশ্বের অন্যান্য দেশে এ পদ্ধতি প্রয়োগ করা হয় না। বিদেশের উন্নত প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে বায়ুদূষণ হ্রাস করা যায়। রাস্তার মাঝখানে ডিভাইডারে মাটি উঁচু অবস্থায় থাকায় সেখান হতে মাটি রাস্তায় চলে আসে। এক্ষেত্রে রাস্তার ডিভাইডারে মাটি সমান রেখে ঘাস লাগাতে হবে।

(ঙ) পৌরবর্জ্য এর সাথে গৃহস্থালি বর্জ্যও বায়ু দুষণ করছে। বর্জ্য কখনও খোলা অবস্থায় রাখা যাবে না। বাড়ির আশপাশ বাড়ির মালিক নিজে পরিস্কার করবেন। বাড়ির আশপাশে ময়লা থাকলে জরিমানা আরোপ করতে হবে। সিটি কর্পোরেশন পরিচ্ছনতার জন্য প্রণোদনা ও শাস্তি এবং ট্যাক্স রিবেট দিতে পারে। নালা/নর্দমার বর্জ্য/ময়লা শুকিয়ে যাওয়ার পূর্বে অপসারণ করতে হবে। সকল ধরণের বর্জ্য পোড়ানো বন্ধ করতে হবে। প্রয়োজনে মোবাইল কোর্ট পরিচালনা করতে হবে।

(চ) সিটি কর্পোরেশন ইউটিলিটি সার্ভিসের কাজ শুরু করার পূর্বে সার্ভিস চার্জ নিয়ে নেয়। পরে সংশ্লিষ্ঠ সংস্থা কাজ করার পর রাস্তা সময়মত মেরামত করা হয়না। এক্ষেত্রে যিনি কাজ করবেন তাকে রাস্তা মেরামতের দায়িত্ব দেয়া যায় কিনা বিষয়টি স্থানীয় সরকার বিভাগ পরীক্ষা করে দেখতে পারে। এক্ষেত্রে রাস্তা মেরামতের মান যথাযথ হয়েছে কিনা তা সিটি কর্পোরেশন তদারকি করবে।

(ছ) বড় বড় প্রকল্পের উন্নয়ন কার্যক্রমে ঠিকাদারকে আরোপিত শর্ত পূরণ করতে হবে। তাদেরকে জবাবদিহিতার মধ্যে আনতে হবে। সকল টেন্ডার ডকুমেন্ট এ বায়ুদূষণ রোধ বা হ্রাসের কার্যক্রমের অংশ থাকতে হবে।

(জ) হাতে ঝাড়ু দিয়ে রাস্তা পরিস্কার করায় ধূলাবালি বেশী পরিমাণে ছড়ায়। সিটি কর্পোরেশন এক্ষেত্রে আধুনিক সুইপিং মেশিন ব্যবহার করতে পারে।

(ঝ) রাজউক ভবনের নকশা অনুমোদনের সময় বায়ুদুষণ রোধ ও হ্রাস এর বিষয়ে শর্তারোপ করবে। এতে সংশ্লিষ্ট ভবনের মালিক ও ঠিকাদার কাজ করার সময় বায়ুদূষণ এর বিষয়ে সতর্ক থাকবে।

(ঞ) বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ময়লা ও বর্জ্য রাস্তায় ফেলছে এবং ময়লা পোড়ায়। শিক্ষা মন্ত্রণালয় হতে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে দুষণের বিষয়ে গুরুত্ব অনুধাবনের জন্য নির্দেশনা দেয়া যায়।

(ট) ছোট ছোট হাসপাতালের বর্জ্য ব্যবস্থাপনা নেই। হাসপাতালের বর্জ্য রাস্তায় রাখায় পরিবেশ দূষণের পাশাপাশি মারাত্মক বায়ুদুষণ হচ্ছে। এজন্য বিদ্যমান আইন প্রয়োগে কঠোর হতে হবে।

(ঠ) যেখানে যানজট ও ধোঁয়া বেশী হয়, সেখানে স্বয়ংক্রিয়ভাবে পানি ছিটানোর জন্য Fixed Sprayer বসানো যায়। সিটি কর্পোরেশন ওয়াসার সহযোগীতায় তা বাস্তবায়ন করতে পারে। যারা নির্মাণ কাজ করছে তাদেরকেও দিনে ন্যূনতম দুইবার পানি স্প্রে করতে হবে। এছাড়া যানবাহন চলাচল নিয়ন্ত্রণে ঢাকা মহানগরীতে স্থাপিত অটো সিগন্যাল চালু রাখতে হবে।

(ড) পরিবেশ দুষণকারী অবৈধ ইটভাটাসমূহ বন্ধ করতে অভিযান পরিচালনা অব্যাহত রাখতে হবে। সরকারি নির্মাণ কাজে ইটের পরিবর্তে ব্লক ব্যবহার করতে হবে। এ বিষয়ে জারীকৃত পরিপত্র অনুসরণ করতে হবে।

অপর পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য

পূর্ব পৃষ্ঠার ধারাবাহিক

(ঢ) রীট পিটিশন নং ৯১৬/২০১৯ মহামান্য সুপ্রীম কোর্টের হাইকোর্ট কর্তৃক প্রদত্ত আদেশের প্রেক্ষিতে ইতোমধ্যে গৃহীত কার্যক্রমের একটি অন্তর্বর্তী প্রতিবেদন প্রেরণ এবং ধার্য তারিখে পূর্ণাঙ্গ নির্দেশিকা প্রণয়নে সময় দেয়ার জন্য আবেদন জানানোর সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়।

০৪। সভায় প্রদত্ত উপরের সুপারিশসমূহের আলোকে ছক আকারে প্রণীত খসড়া নির্দেশিকা (পরিশিষ্ট-'গ') প্রয়োজনীয় সংশোধনের নিমিত্ত সদস্যগণের নিকট ইমেইলে প্রেরণ করা হবে। আগামী সভায় এ বিষয়ে সদস্যগণের মতামত নেয়া হবে। প্রাপ্ত মতামত পর্যালোচনার পর ঢাকা শহরের চারপাশে বায়ু দূষণের কারণ খুঁজে বের করা এবং বায়ু দূষণ রোধ ও হ্রাস করার জন্য নির্দেশিকা চূড়ান্ত করা হবে।

০৫। সভায় আর কোন আলোচ্য বিষয় না থাকায় সভাপতি উপস্থিত সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

স্বাক্ষরিত/-
সচিব
পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়

স্মারক নং-২২.০০.০০০০.০৭৫.৯৯.০১৯.১৮-৫৪২

তারিখ: ১৬ পৌষ, ১৪২৬ বঙ্গাব্দ / ৩১ ডিসেম্বর, ২০১৯ খ্রিস্টাব্দ

বিতরণঃ (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়)

১। সিনিয়র সচিব, জননিরাপত্তা বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
২। সিনিয়র সচিব, বিদ্যুৎ বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়।
৩। সচিব, সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ, সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৪। সচিব, গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৫। সচিব, স্থানীয় সরকার বিভাগ, স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৬। সচিব, শিল্প মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৭। উপাচার্য, বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয় (দৃঃ আঃ ড. তানভীর আহমেদ, অধ্যাপক, পুরকৌশল বিভাগ, বুয়েট, ঢাকা)।
৮। মহাপরিচালক, পরিবেশ অধিদপ্তর, আগারগাঁও, ঢাকা।
৯। চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ সড়ক পরিবহণ কর্তৃপক্ষ (বিআরটিএ), ঢাকা।
১০। প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা, ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন, ঢাকা।
১১। প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা, ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশন, ঢাকা।
১২। ব্যবস্থাপনা পরিচালক, ঢাকা ওয়াসা।
১৩। ব্যবস্থাপনা পরিচালক, ঢাকা ইলেকট্রিক সাপ্লাই কোম্পানি লিঃ (ডেসকো) (দৃঃ আঃ জনাব মোঃ সাইফুল ইসলাম, নির্বাহী পরিচালক (অতিরিক্ত সচিব), ডেসকো, ঢাকা),
১৪। ব্যবস্থাপনা পরিচালক, ঢাকা পাওয়ার ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানি লিমিটেড (ডিপিডিসি) (দৃঃ আঃ জনাব এস এম শহীদুল ইসলাম, নির্বাহী পরিচালক, ডিপিডিসি, ঢাকা)।

অনুলিপিঃ (সদয় জ্ঞাতার্থে)

১। সচিবের একান্ত সচিব, পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়।
২। অতিরিক্ত সচিব (পরিবেশ দূষণ নিয়ন্ত্রণ) এর ব্যক্তিগত কর্মকর্তা, পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়।

31.12.19
(আসমা শাহীন)
সিনিয়র সহকারী সচিব
ফোন নং-৯৫৪৬৪১০